দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...14 DEC 1998...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

প্রসঙ্গঃ যত্রতত্র বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

এই কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল শর্তই হইতেছে শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি। আর এই শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারে দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহই মূল ভূমিকা পালন করিতেছে। বেসরকারী পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও ইদানীং লক্ষ্য করা যাইতেছে। ইহা সাধুবাদ পাইবার যোগ্য। কিন্তু বর্তমানে যে হারে ব্যাঙের ছাতার মত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রকৃত মান রক্ষা হইতেছে কিনা সে সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়াছে। কারণ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজগুলির অধিকাংশই একটি ভাড়াটে বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত। একটি আদর্শ মানের বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসকল অবকাঠামোগত সুবিধা, ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা, ব্যবহারিক ক্লাসের সুবিধা, চিত্তবিনোদনসহ এক্সট্রাকারিকুলার এক্টিভিটিজ এবং একাডেমিক ভবন ও ক্যাম্পাস সুবিধা থাকা দরকার সেসবের অধিকাংশই এই সকল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত। ইহা ছাড়াও যাহা লক্ষণীয়, যাহারা ছাত্র হিসাবে তৃতীয় ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত এবং যাহারা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পায় না তাহারাই টাকার বিনিময়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া সার্টিফিকেট অর্জনের চেষ্টা করে। ফলে দেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইঞ্জিনিয়ারিং, অনার্স ও মাষ্টার্স ডিগ্রীর প্রকৃত মূল্যকে হেয় প্রতিপন্ন করিতেছে। প্রশ্ন হইল যেখানে বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতও প্রতিষ্ঠানগুলি ছাত্রদেরকে আন্তর্জাতিক মানের সুবিধা দিতে হিমসিম খাইতেছে সেখানে এইসব সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কি যথার্থই বিশ্ববিদ্যালয়? নাকি নামধারী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়? আশা করি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সুনির্দিষ্ট ও যৌক্তিক নীতিমালা প্রণয়ন করিয়া উহার ভিত্তিতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়ার ব্যবস্থা নিবেন যাহাতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃত মান রক্ষা করা যায়।

নাজমুল হক জুয়েল,
২০৯, শেরেবাংলা হল, বুয়েট, ঢাকা